যাত্রী—

—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার—

সন ১৩৩৭

মূল্য ৷৷০ আট আনা]

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক ঘোষ প্রেস ৩৮ নং
শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও তৎকর্ত্তৃক যুগবাণী সাহিত্য-চক্র ১৪ কৈলাস
বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শিক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধাভাজন
স্বর্গীয় হরিকমল রায় মহাশয়ের
চরণ-কমলে।

সূচীপত্র

যাত্রী

পথ

হৃদয়ের রক্ত দিয়ে যে পথের পাষাণ বাঁধা,
সে পথের প্রদীপ জ্বালা,—কেন আর ব্যর্থ কাঁদা!
তাহারি শিখার আলো ভ'রে যাক্ সকল খানে,
যত সব পথিক ছুটে' আসুক্ এ পথের পানে।

রুদ্র

ওগো মহাতেজ, ওগো রুদ্র !
হিংসা-জড়িত উগ্রতা নাশি' করহে দহন বাসনা ক্ষুদ্র।
যত অবিচার যত বন্ধন,
যত অন্যায় যত ক্রন্দন
সকল জ্বালায়ে ধ্বংস করিতে
জাগায়ে তোল হে দলিত শূদ্র,
ওগো মহাতেজ ওগো রুদ্র।

সত্যবেদীর বীর্য্য-দেবতা,
চির আলোকের কও তুমি কথা,
মঙ্গল কর আলোকে আগুনে
আলোড়ি' মর্ম্ম মহা সমুদ্র।
ওগো মহাতেজ ওগো রুদ্র !

যাত্রী

বাদলের সমুখ্ পানে একা তুই চল্‌রে আজি,
মনে তোর উঠ্‌বে ঘন বিজয়ের ডঙ্কা বাজি’।
নীরব এই চোখের কোণে
জীবনের তড়িৎ রেখা
ঝলকি’ ক্ষণে ক্ষণে
হয়ে যাক্ আপনি লেখা।—
মাথা তোর উচ্চ করি’
বেদনার মুকুট পরি,
বিপদের আঘাত নে রে ভরি’ তোর বুকের সাজি,
বাদলের সমুখ পানে একা তুই চল্‌রে আজি॥

যত সব পথের কাঁটা,—যত সব ভয়ের কথা
সকলই তোর গলেতে হবে বন-কুসুম লতা।
কারে তুই মরিস্ খুঁজি’?
কোথা তোর আপনজনা?

বুকে যার অসীম পুঁজি
মাগে সেই নীবার-কণা ?
সাথী ঐ প্রদীপ-হাতে,
সদা তোর মন-ভিটাতে
নিশিদিন রয় যে জাগি' নাহি তার নির্ম্মমতা,
পরশের আভাস পেলে ঘুচে ভয় বিহ্বলতা ॥

নাহি ভয়, দিন যাবে না শুধু তোর এম্‌নি মিছে
ভিখারীর মতন ফিরি' সকলের চলার পিছে।
তোরে আজ হেলায় ঠেলি'
যারা যায় বাহির পানে,
বৃথা তুই দু'কর মেলি'
তাহাদের টান্‌বি প্রাণে।
প্রাণে তোর সঙ্গোপনে,
মরণের জাল যে বোনে,
হবে তার মরণ সাথী, রবে সে সবার নীচে।
নাহি ভয়, দিন যাবে না শুধু তোর এম্‌নি মিছে ॥

শুধু কি কথার কথা আঁখিজল ব্যথার বাণী,
পোড়া এই মরুর বুকে নির্ঝরণ আন্‌রে টানি';
ফোটা ফুল থর বিথরে
বেদনার কুঞ্জবনে,
একা তুই পরাণ ভ'রে
গা'রে গান আপন মনে।—
মাথা তোর পড়্‌ল নুয়ে,
লুটে' আজ পড়্‌লি ভুঁয়ে,
জেগে ওঠ্‌ আপন জোরে, গড়ে তোল্‌ জীবনখানি;
নহে এই কথার কথা আঁখিজল ব্যথার বাণী॥

চেয়ে দেখ্‌ ধরার বুকে কত রূপ রসের খেলা,
খাঁটি আর মেকীর সাজে দেখা যায় দিন দু'বেলা।
আজি তোর চল্‌তে হবে,—
নহে সব ভুলের পিছে,
সেনানীর মতন ভবে
দলি পায় সকল মিছে।

যাত্রী

ওরে তুই বন্ধুহারা,
ভেঙে চল্ বন্ধ কারা,
যেতে তোর হবেই হবে জীবনের সকালবেলা।
চেয়ে দেখ ধরার বুকে কত রূপ রসের খেলা॥

এপার ওপার

এপারে ভাঙন লেগেছে জোর।
যত ছিল হেথা মণিময় খনি
সকলি ওপারে নিয়াছে মোর।
ভরাট হইল ভূমি ওই পারে
এপারের ক্ষয় ক্ষতি বারে বারে,
ওপারে হাসির অন্ত নাহিরে
এপারে ঝরিছে নয়নলোর॥

এপারে দীনতা করিল কালা,
আগুনের খেলা খেলিয়া ওপার
এপারে জ্বালাল দ্বিগুণ জ্বালা।
এপারের চাষী ফসল ফলায়
ওপারের গোলা তাহে ভ'রে যায়;
ওপারে দেবীর হেমহার গলে,
এপারে দেবীর হাড়ের মালা॥

উঠিয়াছে ধ্বনি গগন গায়,
জোয়ার ভাটার কল কোলাহলে,
ঢেউগুলি যেন কহিয়া যায়,—
"ভাঁটার ভাঙনে ওপার টুটিবে,
এপার জোয়ারে ভরিয়া উঠিবে,
নবীন উষার কিরণ ভাতিবে
মাণিক জ্বলিবে শূন্যতায় ॥

হৃদয়-রক্ত ফিরাবে গতি,
প্রাণ দিয়ে মান নিতে হবে পুনঃ,
পূর্ণ করিতে হইবে ক্ষতি।
একটানা স্রোতে কেবলি বেদনা
কাঁদাবে না আর—জেগেছে চেতনা,
এপারে দারুণ নিপীড়নে আর
রবে না কাহারো শিথিল মতি ॥"

মুক্তির ডাক

ঝড়বেগে আসে বহ্নি অদূরে লেলিহান শিখা গগন-গায়,
নরনারী যত যুগের যাত্রী দাঁড়াও সমুখে আপন পায়।
মানুষের মাঝে মানুষের মত
দাঁড়াও সাহসে,—কেন অবনত ?
গোপনে হনন-মন্ত্রণা শুধু জেগে উঠে মনে ভীতির ঘায়॥

আগুনেরে প্রিয় বক্ষে আঁকড়ি' সাহসী বন্ধু নিতে যে হবে,
মুক্তির ডাক এনেছে রুদ্র মৃত্যুর ভয়ে ফিরে কি রবে ?
শত বরষের নিপীড়নে দেহ
কলুষিত হ'ল—আর কেন স্নেহ।
অগ্নি-পরশে পরখ করিয়া মুক্তিরে চল বরিয়া লবে॥

ঘর ছাড়ি' সবে পন্থা রুধিয়া জীবন অর্ঘ্য লইয়া হাতে,
সত্যেরে স্মরি' দাঁড়াও পুলকে বহ্নি-বরণে তামসীরাতে।
ধরণীর বুকে বিরাট শ্মশান
হয় যদি তাহে নাহি অপমান,
মুক্তিতে যার পণ করা প্রাণ মিত্রতা তার মরণ সাথে॥

মরণ

ওরে মরণের মত মরিবি কে ?
যে মরণে আছে অমর জীবন,
পলকে পলকে জাগাইয়া মন,
বজ্র-নিগড় বাঁধন ছিঁড়িয়া
যে মরণ নাচে দিকে দিকে দিকে
ওরে সে মরণে তোরা বরিবি কে ?

কে যেন আজিকে ডাক দিল অই
মরণের জয় গানে,
লক্ষ পরাণ নাচিয়া উঠিল
তাহারি গভীর তানে।
বিষাদ বেদনা নাই তার মুখে,
হাসি তার ফুটে মরণের বুকে,
মরণ কাঠির পরশ লাগায়ে
ছুটায় জীবন পানে ॥
ওরে কে যাবি মরণ পানে ?

কঠিন কঠোর পথে পথে আছে
কণ্টক রাশি রাশি,
ঝঞ্ঝার সাথে পঞ্জা লড়িয়া
চলিতে হইবে হাসি'।
সত্যের তরে মর্ত্ত্যের বুকে,
সাধনার পথে মরণের মুখে,
সকল ত্যজিয়া যাইতে হবে রে
মুক্তিরে ভালবাসি',
কঠিন কঠোর পথে পথে আছে
কণ্টক রাশি রাশি ॥

মরণ-জলধি-পরপার হ'তে
এসেছে মাভৈঃ বাণী,
রুদ্রদেবের পিছনে অভয়া
তুলিছে করুণা-পাণি।

২

ভয় নাই নাই হবে রে সফল,
মরণ বরণে জীবনের বল,—
জড়তার বোঝা মরণের বাড়া
আনে সে ভীষণ গ্লানি।
ভয় নাই নাই হবে রে সফল
এসেছে মাভৈঃ বাণী ॥

অভিযান

যে আগুন জ্ব'ল্‌ছে চিতে তাহাতে প্রদীপ জ্বালি'
পূজারী মন্দিরে চল্‌ লয়ে তোর পূজার থালি।
ঘরেতে পরের ভয়ে
থাকিলে আপন লয়ে
আঁধারেই কাল্‌ কাটাবি হবে না আর দীপালী ॥

সাগরের ওপার হ'তে এসেছে তুফান ভারি,
এপারে আঁধার বুকে পরশন লাগছে তা'রি।
এ বেলা দুয়ার খুলে'
স্বজনের বেদন ভুলে',
বিপদে আঁধার্‌ ঠেলি' জ্বালা তোর দীপের সারি ॥

মরণের ভয়াল ছবি চেয়ে দেখ ঘরের কোণে,
রাখিতেই চায় পিছনে বিজনে সঙ্গোপনে।

কাঁপে সে মনের তলে
বেদনা ছল বিছলে,
সাহসের অগ্নিশিখা জ্বেলে চল্ আপন মনে ॥

আজি তোর চলার পথে সমুখে আঁধার কালো,
চলে আয় দেখ্‌বি সবি হবে রে আলোয় আলো।
বেদনার মর্ম্মজ্বালা
করিয়া বরণ-মালা,
আলোকের পরশ দিয়ে ক'রে তোল মন্দে ভালো ॥

ত্যাগী তরুণ

ঘর ছাড়ি' এরা কা'রা বাহিরিল বিশ্বগেহেরে আপন করি' ?
অবনমিতের চরণে লুটিয়ে ঐ যে উঠায় দু'হাত ধরি'।
পীড়িতের পীড়া বেদনার জ্বালা
জুড়াইতে কারা ঘুরে' হয় কালা ?
পরের সেবায় আপন বিলায়ে মরণেরে যায় লইতে বরি' ?

সত্য কাহার সাধনার ধন মৈত্রী কাহার মন্ত্রবল ?
বিপদের ভয়ে আরামের মোহে শিখেনি কাহারা করিতে ছল,
কায়-মন-কাজে মুক্তি-বেদীর
পূজারী কাহারা স্থির গম্ভীর ?
বন্দী মনের বাঁধন ছিঁড়ে' কে অন্ধের মোছে নয়নজল ?

কাঁপে সে মনের তলে
বেদনা ছল বিছলে,
সাহসের অগ্নিশিখা জ্বেলে চল্ আপন মনে ॥

আজি তোর চলার পথে সমুখে আঁধার কালো,
চলে আয় দেখ্‌বি সবি হবে রে আলোয় আলো।
বেদনার মর্ম্মজ্বালা
করিয়া বরণ-মালা,
আলোকের পরশ দিয়ে ক'রে তোল মন্দে ভালো

ত্যাগী তরুণ

ঘর ছাড়ি' এরা কা'রা বাহিরিল বিশ্বগেহেরে আপন করি' |
অবনমিতের চরণে লুটিয়ে ঐ যে উঠায় দু'হাত ধরি'।
পীড়িতের পীড়া বেদনার জ্বালা
জুড়াইতে কারা ঘুরে' হয় কালা ?
পরের সেবায় আপন বিলায়ে মরণেরে যায় লইতে বরি' !

সত্য কাহার সাধনার ধন মৈত্রী কাহার মন্ত্রবল ?
বিপদের ভয়ে আরামের মোহে শিখেনি কাঁহারা করিতে ছল,
কায়-মন-কাজে মুক্তি-বেদীর
পূজারী কাহারা স্থির গম্ভীর ?
বন্দী মনের বাঁধন ছিঁড়ে' কে অন্ধের মোছে নয়নজল ?

যাত্রী

কুসুমে রচিত সুকোমল পথে পড়ে না কেবল চরণ-রেখা,
তপ্ত লোহার রক্ত শলাকা সঙ্গে কাদের নিয়ত দেখা ?

দুর্গম যত বন্ধুর পথে
দুর্জ্জয় বেগে ভুলি ব্যথা ক্ষতে
কা'রা যায় ওই দিকে দিকে ছুটি—মুক্তিতিলক ললাটে লেখা।

তিলে তিলে কা'রা পূজাবেদীমূলে
আপনারে সঁপি' আপন হাতে,
মৃত্যুর কোলে জাগায় জীবন,
শিখায় চলিতে দুর্য্যোগ রাতে ॥

মানবের তরে মানব তাহারা, পতিতের ভগবান,
সাধনায় ব্রতী তরুণ তাহারা—করুণ কঠোর প্রাণ।

ডাক (গান)

ডেকেছে আমায় জীবন দেবতা রেখনা রেখনা রেখনা ধ'রে
ঘনঘোরঘটা অন্ধ নিশীথে সে যায়—কেমনে রহিব ঘরে।
খেলাঘরে আর হাসিখেলা ল'য়ে
পারি না থাকিতে দিন যায় ব'য়ে,
কি যেন আবেগে আকুলি' আকুলি' উঠিছে হৃদয় বাসনা ভ'রে॥

অশনি-গরজে তর্জ্জন করে বিজলী-চমকে হাসে সে সুখে,
বন্ধুর পথে সুন্দর মোর চ'লে যায় ছুটে রক্তবুকে,
খেলিতে খেলিতে গড়েছি যে মালা,
পরাইয়া তাহা জুড়াইব জ্বালা,
কণ্টক পথে যাব তার সাথে, রহিব না ব'সে কাহারো তরে॥

বোধন

নির্য্যাতিতের বজ্র বেদনা
ভিখারীর যত নয়নজল,
স্বাস্থ্যহীনের নিরাশার কথা
বন্ধুহীনের মর্ম্মানল।
দৈন্য-পীড়িত নমিতের জ্বালা,
পতিতা নারীর আঁখিজল-ঢালা,
কে মুছাবি তোরা বল্‌রে বল্‌ ॥

সোনার ভারতে মহাভারতের
গৌরব যুগ নাইরে নাই,
সেদিন গিয়াছে কাল পারাবারে
শ্মশানে বিছায়ে রঙিন ছাই!
দৈত্য দানবে মারিবার ফাঁদে
নর-দেবতায় বাঁধে অই বাঁধে,
ছিঁড়িতে এ পাশ কে যাবি ভাই ॥

হৃদয়বেদনে তর্পণ করি'
সেবা-অঞ্জলি অর্পি' মায়,
দুঃখ দৈন্য লাঞ্ছনা যত
বরিবি যে তোরা কঠোর ঘায় ;
স্তিমিত প্রদীপ অমানিশা রাতে
মনের আগুনে জ্বালি' নিয়ে সাথে,
পূজারী কে কোথা আয়রে আয় ॥

সকল বর্ণ সকল ধর্ম্ম
একই মানব-ধর্ম্মে স্মরি'
কর্ম্মসাগরে বান মুখে আজি
ভেসে যাক চলি' জীবনতরী।
আগলবিহীন পাগল মেঘের
বক্ষে যে খেলা রুদ্রদেবের,
উঠুক তা ফুটি' নয়ন ভরি' ॥

কৃষক

"কৃষকের হীন কুর্ণিশে নাই প্রয়োজন কোন ধনীর কাছে ;
হল চালনায় তারা নত হয়,
জনম ভূমির কাছে সবিনয়,—
মাটি সাথে তারা খাঁটি কথা কয়
পরাণে মাটির ভাবনা আছে।"

যৌবন

যৌবন-পায়ে পূজা দিব আমি
যৌবনে ওরে উঠেছি ফুটি'
যৌবন-সুখ মদিরায় ভুলি'
যৌবন রসে পড়িব লুটি'।
যৌবন-চোখে যৌবন-শোভা
যৌবনে হয় বড় মনোলোভা,
মৌ-বন যেন বৈশাখে ঢালে
মধু পেয়ালায় সৌরভ লুটি'॥

যৌবনে আমি দেখেছিরে প্রাণ
যৌবনে আছে আশার বাণী.
ভাঙনে গড়নে যৌবন জয়ী,
যৌবনে খোলা হৃদয়খানি।

জীবনের যত কণ্টকবনে
যৌবন চলে ফুল্ল আননে,—
"নাহি নাহি ভয় হবে হবে জয়"-
যৌবনে ওরে এসেছে বাণী ॥

যৌবন-মন সন্ন্যাসী ওরে,
যৌবন-মন খেয়ালী খোলা,
অতীতের ব্যথা আগামীর কথা
না করি' বিচার—আপন ভোলা।
যৌবন চলে মরণের সাথে
বন্ধুর মত ধরি' হাতে হাতে,
ভয়েরে দেখি সে টিট্‌কারী দেয়
শয়তানে দেয় মরণ-দোলা ॥

মিথ্যারে হানে বজ্র-ত্রিশূলে
বেদনারে নেয় পাতিয়া বুক,
অদ্রি বনানী লঙ্ঘন করি'
অগ্র গমনে নাহিক দুখ।
যৌবন শত লয়ে রূপ-শিখা
কখনো বা হয় মায়া মরীচিকা,
ধূর্জ্জটি-ভালে বহ্নি কখনো
কাম জয়ে তার মুক্তি সুখ॥

পাড়ি

(গান)

বাঁধন আজ ছিঁড়্‌বে রে অই লেগেছে ঝড়ের হাওয়া,
ভুলে' চল্‌ জীবন মরণ, সুরু কর আবার বাওয়া।
সমুখের উজান টানে
জীবনের কঠিন গানে
বাজে অই বজ্রে বাঁশী সুরে তার গগন ছাওয়া॥

যৌবনে রুদ্রবীণা তটিনীর উতল নাচে,
পরাণে উঠ্‌ল বাজি' গোধূলির লোহিত-সাজে,
নিরালা অন্ধকারে
তীরে আর খুঁজবি কা'রে।
জ্বেলে চল্‌ প্রাণের প্রদীপ, হবে তোর সকল পাওয়া॥

নারী প্রগতি

দুখের আঁখি জল মেখ না আর পায়,
কেঁদ না বার বার অশেষ যাতনায়।
ভিক্ষা-ঝুলি হাতে যে ফিরে পথে পথে
দলিত দিবানিশি যে হয় নানা মতে,
যে মরে পলে পলে বদ্ধ ব্যথা-বিষে
মুক্তি তোমা ওগো বল সে দিবে কিসে?
বন্ধ কারাগারে অন্ধ তব সাথী,
অন্ধ তুমিও যে কাঁদিছ দিবারাতি।
ভাবিতে শিখিছ কি সত্য মনে করি'
দুইটি জাতি শুধু বিশ্ব আছে ভরি —
"পুরুষ" "নারী" যার "বীর্য্য" "মাধুরী"
মানব-ধর্ম্মেতে গাঁথিছে মিল ডুরি।
এ ছাড়া জাতি নাই ধর্ম্ম নাহি আর
আর যা আছে সবি হইবে চূরমার।

ধর্ম্ম পথে এই তোমার দাবী যত
হরণ করে যারা করিয়া পদানত ;
তাদের মাঝে তুমি দাঁড়াও নিজ পায়,
দেখাও ছোট নহ মুক্তি সাধনায়।
পুরুষ-নারী জাতি বাঁধন বেড়ী খুলি'
মানব-ধর্ম্মেতে স্বাধীন ধ্বজা তুলি'।
চলিয়া পাশাপাশি কর্ম্মে গাও জয়
মুক্ত কর দেশ দৈন্য করি ক্ষয়।
কাকুতি কান্নাতে উঠেনি কোন দেশ
এ নহে শুধু কথা এ নহে শুধু শ্লেষ।
—মাধুরী দিয়ে তব কর্ম্ম ভরে থাক্
কুটীরে জেগে উঠ রমণী লাখ্ লাখ্।

সাম্য

নর নারী ভিন্ন নহে, সকলি মানুষ,—
হৃদয়ে জাগিয়া আছে এক ভগবান,
মনুষ্যত্ব জীবনের সাধনার ধন,
নাই তাহে ভেদ নাই সকলি সমান ॥

তুচ্ছ যত হীনতার প্রলোভন দলি'
সংযত উদার চিত্তে মহীয়ান্ হোক্
মিথ্যা দীন কামনার কলঙ্কবিহীন
বীর্য্য আর মাধুর্য্যের মুক্ত আলোক ॥

ভিতর বাহির

প্রাণের পরশে প্রেমের নয়নে
দেখা যায় যাহা হৃদয় দ্বারে,
বাহিরের চোখে বুদ্ধি বিচারে
দেখে না তা কেহ অহঙ্কারে ॥
আপনারে লয়ে আপনার মত
ক্ষুদ্র করিয়া যে দেখেছে যত,
তার সীমানার দীপশিখাখানি
তত নিভে গেছে অন্ধকারে ॥

যে পূজার দীপ সকলে আনিয়া
একের মাঝারে প্রকাশ করে,
সে আলো-পূজায় সেও যেন এসে
সকলেরে সুখে হৃদয়ে বরে।

যত নাম যত সুনাম-গরিমা
সে যেন বাঁধেনা দিয়ে তার সীমা,
মুক্তি আসেনা মুক্তি না দিলে
আপনারে সঁপি' পরের তরে ॥

ব্যক্তির পূজা গ্রহণ করিয়া
ব্যক্তিরে বড় ভাবে যে যত,
মানবের মনোদেবতারে দলি'
বিশ্বেরে হীন করে সে তত।
ভিখারী ধনীতে দয়ার মিলনে
দাস মনোভাব ঘুচে না জীবনে,
মুক্তির কথা সুধালে কি হয়
গণ্ডীর বাধা রাখিয়া শত ?

উদার অসীম প্রেমময়-পথ
প্রখর আলোক-বর্ত্তিকাতে
কতখানি আর দেখা যায়, বৃথা
আলোর গর্ব্ব বাড়ে যে তাতে ॥

যার সীমা মাঝে বিশ্বের স্থান
হয়নি এখনো—ব্যর্থ সে গান,
প্রেম কি কখনো বুদ্ধিতে থাকে,
মুক্তি কি থাকে বন্ধ তাতে

যক্ষরাজ

(রক্তকরবী)

কোহিনূর মণি শত মাথার মুকুটে পরি'
রত্ন আভরণে দেহে বাড়াইয়া জ্যোতিঃ
একদিন যক্ষপুরে বসেছিল সিংহাসনে
রুদ্ধদ্বার প্রাসাদের কক্ষ-অধিপতি।
চারিদিকে চাটুকার পরিবৃত হয়ে নানা
স্তুতি-গীতি-সুর আর সুরা পেয়ালায়
হর্ম্ম্যতলে মুগ্ধ ছিল নন্দিনীর ভ্রূভঙ্গীর
রসময় বিনোদন—ভোগ লালসায়।
ঐশ্বর্য্যের লুব্ধ হৃদি ছলনার চক্রজালে
সাজায়ে সাজায়ে যত প্রভুত্ব-বারতা,
মন্ত্রণা করিতেছিল পারিষদ্ সনে বসি'
রাজ্য আর রাজত্বের ভবিষ্যৎ কথা।
শুনিল সে দূরান্তর হ'তে আসে ক্রন্দনের
ধ্বনি আর লুণ্ঠনের ডঙ্কা-রোল যত

দেখিল সে তোরণের পানে এল উন্মত্তের
মত, ছুটি' অন্নহীন দুখী শত শত।
চোখের পলকে তার রুদ্ধদ্বার পাশে এসে,
বিদ্রোহের রক্ত আঁখি তুলি' তারা কহে,—
"হে রাজন্ নেমে এস সিংহাসন ছাড়ি তব,
ধন মদ অত্যাচার আর নাহি সহে।
শোষণের অর্থ দিয়ে ভূষণ গড়েছ তুমি,
বিলাসের ভরা বান্ প্রাসাদে তোমার,
আজিকে এসেছে দিন—বিলাইয়া দিতে হবে
রত্নরাজি, ছলনায় চলিবে না আর।
নামিয়া দাঁড়াও আজি ধূলার উপরে হেথা,
এ রাজ্যের চিত্র দেখ এঁকেছ কেমন
খনি-খোঁড়া শ্রমিকের আজি কেন এই দশা,
কোথা সেই মণি মুক্তা কোথা সেই ধন?
মিষ্ট কথা দিয়ে তুমি করিয়াছ তুষ্ট শুধু.
গোপনে জীবন নষ্ট করিবার ফাঁদ
পাতিয়াছ চক্রব্যূহ রচি' নানা, পেয়ে মান
করিয়াছ শক্ত তুমি অপমান বাঁধ।

কত অগ্নিবৃষ্টি তুমি   করিয়াছ বার বার
অধিকারে আপনারে   রক্ষিবার তরে,
অত্যাচার অবিচারে   শাসনের মন্ত্র পাঠ
করিয়াছ কত তুমি   জঘন্য অন্তরে!
যাহাদের রক্ত চুষি'   রাজত্ব গরিমা তব,
ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে আজি   যশস্বী জগতে
মুঠি মুঠি ধূলি তুলি'   তাহাদেরে বিলায়েছ
স্বর্ণ বলি' দারিদ্র্যের   ব্যথা নানা মতে।
কৃত্রিম প্রণয়বাণী   উচ্চারণ করিয়াছ
বক্তৃতার উচ্চমঞ্চ   মুখরিত করি'
শাসনের দণ্ড দিয়ে   দাসত্বের যন্ত্রোপরি
মানুষেরে পিষিয়াছ   কতকাল ধরি'?
সভ্যতা শৃঙ্খলা আর   উদারতা ভালবাসা
সকলের ছায়াতলে   প্রভুত্বের আশা
লেলিহান লালসায়   লক্ লক্ করে সদা,—
রাজত্বের নীতি তব   একি সর্ব্বনাশা!
কোটি কোটি মানবেরে   ধ্বংসের কুটিল পথে
অত্যাচার অবসাদে   শৃঙ্খলিত করি'

কি মহা শক্তিরে তুমি   লাঞ্ছিত করিছ সদা
মানবীয় বেশে এসে   মানবের অরি।
নির্য্যাতনে ধ্বংসমুখে   মরণের ক্ষণ আগে
বুঝাপড়া ক'রে নিতে   মৃত্যুহীন প্রাণ
শীর্ণ দেহ অন্তরালে   জাগিয়া উঠেছে আজি
সমান করিতে সবে   স্মরি ভগবান।"
বিদ্রোহীর স্পর্দ্ধা হেরি'   ক্রোধে অন্ধ মহারাজ
সম্মুখের বীরবরে গর্ব্বে শুধাইল—
"বিদ্রোহের শাস্তি কর,   হত্যা কর—রাজদ্রোহী
যত হেথা আমার এ রাজ্যে হানা দিল।"
তেজোদীপ্ত বীরেন্দ্র সে   রাজার আদেশে যেন
বাণাহত সুপ্তসিংহ   চমকিয়া উঠি'
বলিল গম্ভীর স্বরে   "আমিও বিদ্রোহী বীর,
তীক্ষ্ণ ছুরি বক্ষে মোর'   রক্ত নিক্ লুটি'।"
তারপরে ধরণীর   ধূলিতে সে আপনার
রক্তস্রোতে শয্যা পাতি   শুয়েছিল সুখে,
করাঘাতে দ্বার খুলি'   নন্দিনী প্রাসাদে পশি
ভূলুণ্ঠিত প্রিয়তমে   দেখিল সম্মুখে।

নিহত সে রঞ্জনের জীবনের মুক্তধারা
নন্দিনী বরণ করি নিয়েছে যা' মনে,
বিদ্রোহের অগ্নি হ'য়ে জ্বলে তাহা তার আজি
চোখে মুখে বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে।
উন্মাদিনী মত সবে পরাইয়া রক্তরাখী
মৃত্যু আর মুক্তি তরে চলিল রূপসী ;
বিদ্রোহের বহ্নিজ্বালা তীব্রতর করি' দিল
জনগণ রহিল না অন্ধকারে বসি' ॥

উজানী

(গান)

যার তরে তুই রইলি ব'সে
হবে কি সে চলার সাথী ?
অই যে আঁধার আস্‌ছে ঘিরে'
কই জ্বালে সে পথের বাতি ?
সে আছে তার খেলায় বিভোর,
রুদ্র লীলা সম্মুখে তোর,
তোর যে আজি চল্‌তে হবে—
আসুক আঁধার আসুক রাতি।

তীরের গায়ে তরীর গায়ে
আছ্‌ড়ে পড়ে ঢেউয়ের বারি,
দে' খুলে দে বাঁধন রসি,
একলা দে তুই উজান পাড়ি।
তরঙ্গে তুই শ্রান্ত হ'লে
হয় তো তরী ডুব্‌বে জলে,
তাই কিরে তুই রইবি ব'সে
ব্যর্থ আশার নেশায় মাতি?

পরাগ

দেশের সেবায় মন গলে না
স্বদেশপ্রীতি নাইক যার,
ভণ্ড সে জন ; বিশ্বমাঝে
প্রেমের বড়াই মিথ্যা তার।

—বায়রণ-

তোমার যত স্বদেশবাসী তারাই তোমার পূজার ধন,
সবার আগে তাদের তরে দাও সঁপে দাও হৃদয়-মন।

—স্বামী বিবেকানন্দ-

জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা ধন,
তাহার অভাবে হয় ব্যর্থ জীবন।

—লোকমান্য তিলক-

বীর হও কায়মনে রাখ জাতি মান
দেশমাতা চাহিতেছে বীর সন্তান।

—স্বামী বিবেকানন্দ-

বীর বুঝে অহিংসার তত্ত্ব গভীর,
কাপুরুষ সব কাজে সদাই অধীর।

—মহাত্মা গান্ধী-

স্বাধীনতা সাধনায় হিংসাহীন পথ,
দাসত্বের বাধ্যতায় নহে নাকে খৎ।

সাহসী স্বাধীন বীর স্বেচ্ছাপ্রসূত,
অহিংস আচরণ যা' করে তা পূত।

—মহাত্মা গান্ধী—

ফাঁসিকাঠে আরোহণ ক'রেও সাহসে,
রক্ষা কর স্বীয় ব্রত আত্মবল বশে।
অস্থি মজ্জা ভেদ করি' গড়িলেই নীতি,
কর্ত্তব্যে সফল হয় তাহা নিতি নিতি।

—মহাত্মা গান্ধী—

সত্য জানে না আপোষ করিতে সত্য কাহারো সেবক নয়,
সত্যের কাছে সকলেরে আসি' অনুগত হ'য়ে চলিতে হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ—

পরকে স্বাধীন ক'রে যে দিতে না পারে
সে কি কভু যোগ্য হয় মুক্তি পাইবারে ?

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মনুষ্যত্ব-সেবা ক'রে তিলে তিলে যেই মরে
সর্ব্ব-জন-ধর্ম্ম তাহা সত্য আত্মবলী
মনুষ্যত্ব-সাধনায় বেদনার ঘায় ঘায়
বীর্য্যবান্ কর্ম্মে যায় মিথ্যা 'বিঘ্ন দলি'।

—জোসেফ্ ম্যাট্‌সিনি—

ক্ষুদ্র সীমার মাঝে আত্মশক্তি যার,
সত্য হয়, দেশ-সেবা তাতেই তাহার।

বর্ত্তিকার আলো-শিখা ক্ষুদ্র হোক যত,
বিশ্বগ্রাসী শক্তি তাহে রয়েছে নিয়ত।

—রবীন্দ্রনাথ—

স্বজাতির সভ্যতারে যেই হতভাগা
ভুলিয়া নিয়ত ছোটে বিদেশীর পথে
মৃত্যু আর ধ্বংস ছোটে তারি সাথে সাথে,
রক্ষা নাই দেশদ্রোহ মহাপাপ হ'তে।

—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

আদর্শের দৃঢ়তায় যেই শক্তি থাকে,
তাহাতেই আন্দোলন বাঁচাইয়া রাখে।
দৃঢ়তার শক্তি যদি কিছু থাকে প্রাণে,
আত্ম পর বিচারিয়া চল পথ পানে।

—স্বামী সারদানন্দ—

সাহসী সরল অমল যাহারা,
লভিতে স্বরাজ যোগ্য তাহারা।

—মহাত্মা গান্ধী—

সংঘ গড়ি করিবারে সবে একমত'
স্বার্থহীন সেবা ছাড়া নাহি অন্যপথ।

—মহাত্মা গান্ধী—

ধনিকের গ্রাস হইতে শ্রমিকে বাঁচাতে নারিলে হবে না জয়,
দৈন্য-বেদনা বাড়িবেই শুধু পীড়নে শক্তি হইবে ক্ষয়।

—শ্রমিক সদস্য টমাস্ জন্‌সন্—

সম্মুখের অর্দ্ধশত বছরের তরে,
দেশমাতা-উপাসনা হোক ঘরে ঘরে।
অন্য যত অকাজেরে ভুলিলেও আর,
ক্ষতি নাই, ক্ষতি নাই, পাইবে আবার।

—স্বামী বিবেকানন্দ—

ব'লো না ব'লো না ভয়ের কথা, বলো না বলো না নিরাশা বাণী
জাতীয় সমরে করো না এ পাপ, দেশমাতা চাহে হৃদয়খানি।

—সরোজিনী নাইডু—

হয় যদি অপরাধ হব অপরাধী
স্বদেশের প্রীতি আর স্বাধীনতা লাগি,
প্রাণে প্রাণে বুঝে' আমি পণ করিয়াছি,
ভাঙিব কুনীতি ; আমি মুক্তি-অনুরাগী।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—

পশ্চিমেরে নকল করি' করলে হেথা গঠন কিছু,
বিফলতার দৈন্য ল'য়ে ফিরতে হবে সবার পিছু।

—স্বামী বিবেকানন্দ—

যাহাদের আইন-কপটতা-জালে
মানুষেরে বাঁধে সকালে বিকালে
তাহাদের আইন মানিতে কি হবে ?
যত ছলনারে বরিবে কি সবে ?

এদেশে চালাও ঋষির শাসন
সুখী হোক্ তাহে দীন জনগণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ—

স্বাধীন ভাবনা দমন্ করিতে,
শক্তি কাহারো নাই এ মহীতে।
আত্ম নিরোধে দীর্ঘ বছরে ;
শক্তি সাধনা সাধকেরা করে।
বেশভূষা দিয়ে গড়ে না জীবন,
বিপদ ব্যথায় জাগে প্রাণ মন।
বক্তৃতা করি' কথার ছলনে,
শক্তি খোয়াবে কেন অকারণে।
অপরে দিও না উপদেশ আর,
নিজ নীতি মেনে চল আপনার।
দেশমাতা যবে ডাকেন সবারে,
অলসও পাবে না ব'সে থাকিবারে।

—আচার্য্য জগদীশ বসু—